দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 FEB 2008
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৭

আগামী বছর থেকে নির্বাচনী পরীক্ষা থাকছে না : মন্ত্রণালয়

শিক্ষা বোর্ডের বিরোধিতা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৪ ফেব্রুয়ারি জারি করা নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সার্কুলার নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান হয়নি। সার্কুলার নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নজরুল ইসলাম খান ইত্তেফাককে বলেন, আগামী বছর থেকে নির্বাচনী (টেস্ট) পরীক্ষাই হচ্ছে না। তাই নির্বাচনী পরীক্ষায় (১৯শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

আগামী বছর থেকে

(২০শ পৃঃ পর)

উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণের বিষয় আসছে না। নির্বাচনী পরীক্ষার পরিবর্তে মডেল টেস্ট গ্রহণ করা হবে। মডেল টেস্ট আয়োজন করা হলে পরীক্ষার্থীরা টাইম ম্যানেজমেন্ট, প্রশ্নোত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন নির্বাচন ও অগ্রাধিকার নিরূপণে পারদর্শী হতে পারবে। তিনি আরো বলেন, যেহেতু এ বছরের নির্বাচনী পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, তাই এ সার্কুলারটি আগামী বছর থেকে কার্যকর করা হবে।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। সূত্র জানায়, সার্কুলার জারির পূর্বে শিক্ষাবোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল; কিন্তু চেয়ারম্যানদের পরামর্শ আমলে নেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সার্কুলার জারির পর শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের কাছে কপি পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারির সার্কুলার জারির সিদ্ধান্তের বিষয়ে চেয়ারম্যানরা আপত্তি জানিয়ে তাদের মতামত দিয়েছেন। তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন, নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিলে পাশের হারে বিপর্যয় ঘটতে পারে। তিনি জানান, এবার ফরমপূরণের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বাবলু কুমার সাহা স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়েছে, অনেক শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না এবং পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেও এক বা একাধিক বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সাময়িকভাবে সমর্থ হয় না। এ কারণে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি বিবেচনায় এনে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ১৯-১০-২০০৩ তারিখে জারিকৃত সার্কুলারটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২০০৩ সালে তৎকালীন শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম স্বাক্ষরিত সার্কুলারে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও উত্তীর্ণের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল।

১৪ ফেব্রুয়ারি সার্কুলার জারির পর শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের দাবি জানান। শিক্ষার্থীরা ফরম পূরণের সময়সীমা বৃদ্ধিরও দাবি জানায়।